# পটুয়াখালী জেলা সমিতি, ঢাকা

(রেজিষ্ট্রেশন নম্বর - ঢ-০২৭৮/১৯৬৯ ইং)

# গঠনতন্ত্র


**স্থায়ী কার্যালয়ঃ পল্টন টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা)**

**৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা**

**ফোন নংঃ ৮৩৬২৩৬৮**

# পটুয়াখালী জেলা সমিতি, ঢাকা

## গঠনতন্ত্র

**সমিতির নাম**

ধারা ঃ ১ এই সমিতি পটুয়াখালী জেলা সমিতি, ঢাকা নামে অভিহিত হইবে গঠনতন্ত্রে সমিতি বলিতে **"পটুয়াখালী জেলা সমিতি, ঢাকা"** বুঝাইবে। এই সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে অবস্থিত হইবে।

**প্রধান কার্যালয়**

ধারা ঃ ২ সমিতির নিজস্ব ভবন না হওয়া পর্যন্ড় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ ঢাকা শহরের যেকোন স্থানে সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবেন। বর্তমানে যাহার স্থায়ীভাবে নিজস্ব কার্যালয় ৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ঠিকানায় পল্টন টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা) অবস্থিত।

**বৎসর গণনা**

ধারা ঃ ৩ ইংরেজী ক্যালেন্ডার (জানুয়ারী - ডিসেম্বর) অনুযায়ী সমিতির কার্যকরী ও আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে।

**সমিতির আওতা**

ধারা ঃ ৪ সমগ্র বাংলাদেশ সমিতির কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হইবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অনুমোদনক্রমে এই সমিতির আঞ্চলিক শাখা গঠন করা যাইবে। বিদেশে বসবাসরত পটুয়াখালীবাসীগণও সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

**সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য**

ধারা ঃ ৫

(ক) ইহা একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবা করা।

(খ) প্রবাসী পটুয়াখালী জেলাবাসীদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্বভাব ও যোগাযোগ স্থাপন ও পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান করা।

(গ) প্রবাসী/পটুয়াখালী জেলার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করা।

(ঘ) দুঃস্থ ও অসহায় লোকদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

(ঙ) নিরক্ষরতা দুরীকরণের জন্য নৈশঃ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সমাজ সেবা মূলক কার্যাবলী পরিচালনা করা।

(চ) পটুয়াখালী জেলাবাসীদেরকে বাণিজ্য ও শিল্পে উৎসাহিত করা এবং সমিতির তত্ত্বাবধানে সমবায় ভিত্তিতে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(ছ) পটুয়াখালী জেলার সার্বিক উন্নতির জন্য দলমত নির্বিশেষে সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা।

(জ) পটুয়াখালী জেলা ও জেলাবাসীর বিভিন্ন সামাজিক ও এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সহযোগীতা করা।

(ঝ) প্রবাসী জেলা বাসীর কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সামগ্রিক ও যৌথ প্রয়াস গ্রহণ।

(ঞ) এলাকার যেকোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে সামজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

**সদস্যপদ**

ধারা ঃ ৬ (ক) সমিতির আদর্শে বিশ্বাসী এবং উহার গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিতে অংগিকারবদ্ধ ১৮ (আঠার) বৎসর ও তদুর্ধ যেকোন প্রবাসী পটুয়াখালী জেলার অধিবাসী সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইহার সদস্য হইতে পারিবেন।

(খ) সাধারণ সদস্যের জন্য বাৎসরিক চাঁদার হার ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং উক্ত চাঁদা প্রতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করিলে সদস্য/সদস্যা পদ বাতিল হইয়া যাইবে।

(গ) কার্যকরী সংসদের অনুমোদনক্রমে এককালীন ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা চাঁদা প্রদান করিয়া সমিতির আজীবন সদস্য/সদস্যা হওয়া যাইবে।

(ঘ) সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ড়ক্রমে যেকোন গণমান্য পদস্থ ব্যক্তিকে সমিতির পৃষ্টপোষক অথবা বিনা চাঁদায় সমিতির আজীবন সদস্য/সদস্যা পদ প্রদান করা যাইবে।

(ঙ) সদস্য পদ অনুমোদন কার্যকরী সংসদের এখতিয়ারাধীন বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ সভার প্রস্ড়াব উপস্থাপন করা যাইবে।

**সদস্য/সদস্যাদের অযোগ্যতা**

ধারা ঃ ৭ (ক) যদি কোন সদস্য/সদস্যার কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের বিবেচনায় সমিতির পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় তবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ তাহার সদস্য/সদস্যা পদ সাময়িকভাবে বাতিল করিতে পারিবে।

(খ) তৎপূর্বে বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী সংসদ কাহারও সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে যাহা ৭(ক) ধারা অনুযায়ী নিয়মিত বা বাতিল হইয়া যাইবে।

**সমিতির ক্ষমতা**

ধারা ঃ ৮ সমিতির কার্যভার ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উপর ন্যস্ড় থাকিবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য/সদস্যা সংখ্যা ৩১ (একত্রিশ) জন হইবে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী

সংসদের কর্মকর্তা সহ ১৮ (আঠার) জন সমিতির নির্বাচনী সভায় সাধারণ সদস্য/সদস্যাগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ২ (দুই) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। অবশিষ্ট ৩ (তিন) জন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যদি পুনঃ কেন্দ্রীয় বিদায় কার্যকরী সংসদে নির্বাচিত না হন তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পদাধিকার বলে কো-অপশন করিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সদস্য/সদস্যাভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের কোন সদস্য/সদস্যা ও কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ কো-অপশন করিয়া লইতে পারিবেন।

**কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ**

ধারা ঃ ৯ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের নিম্নলিখিত পদগুলি থাকিবে ঃ-

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ জন |
| সহ-সভাপতি | ৫ জন |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ জন |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ জন |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ জন |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ জন |
| সহ-দপ্তর সম্পাদক | ১ জন |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ জন |
| সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ জন |
| প্রচার সম্পাদক | ১ জন |
| সহ-প্রচার সম্পাদক | ১ জন |
| সাংস্কৃতিক সম্পাদক | ১ জন |
| স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক | ১ জন |
| আইন, গবেষনা ও মানবাধিকার সম্পাদক | ১ জন |
| মহিলা, শিশু ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদক | ১ জন |
| যুব ও ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক | ১ জন |
| সদস্য/সদস্যা | ১০ জন |
| **মোট** | **৩১ জন** |

**কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**

ধারা ঃ ১০ ১। **সভাপতিঃ** সভাপতি সাধারণ সভার ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভার সভাপতিত্ব করিবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অন্তর্বর্তীকালীন কার্যাবলী সম্পাদন/ কার্যসম্পাদনের জন্য পরামর্শ দিতে পারিবেন। যা পরবর্তী কার্যকরী সংসদের সভায় অনুমোদন করিয়া নিতে হইবে। কোন বিষয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি অতিরিক্তি ভোট প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত লইতে পারিবেন। গঠনতন্ত্রের কোন ধারার ব্যাখ্যার প্রশ্নে বার্ষিক সভার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সভাপতির মতামত ও ব্যাখ্যা কার্যকরী হইবে। অগঠনতান্ত্রিক প্রস্তাবলী সভাপতি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

২। **সহ-সভাপতিঃ** সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভাপতির দায়িত্ব ও কার্যাবলী পরিচালনা করিবেন।

৩। **সাধারণ সম্পাদকঃ** কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ অথবা সভাপতির অনুমোদনক্রমে তিনি সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি সমিতির বিগত বৎসরের কার্যাবলীর বিবরণ পেশ করিবেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে বার্ষিক সভা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভা আহবান করিবেন। সমিতির দৈনন্দিন খরচের জন্য তিনি এককালীন সমিতির তহবিলের ২০০.০০ (দুইশত) টাকার বেশী টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অনুমোদন নিতে হইবে।

৪। **যুগ্ম সম্পাদক ঃ** যুগ্ম সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী পরিচালনা করিবেন এবং সমিতির কার্য পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য করিবেন।

৫। **কোষাধ্যক্ষ ঃ** কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অনুমোদিত ব্যাংকে সমিতির আদায়কৃত সমুদয় টাকা জমা দিবেন। কোষাধ্যক্ষ সমিতির আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখার জন্য এককভাবে দায়ী থাকিবেন। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অনুমোদিত সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিবেন।

৬। **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** সাংগঠনিক সম্পাদক সমিতির উপযুক্ত সংগঠন ও সমিতির সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের নির্দেশাবলী বাস্ড় বায়িত করিবেন।

৭। **প্রচার সম্পাদক ঃ** প্রচার সম্পাদক সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যে সাধারণ সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে প্রচারের দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি সমিতির কার্যাবলীর বিবরণ বহুল প্রচারে সচেষ্ট থাকিবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের নির্দেশাবলী বাস্ড়বায়ন করিবে।

৮। **সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ** সাংস্কৃতিক সম্পাদক সমিতির সাধারণ সদস্য/সদস্যাদের চিত্ত বিনোদন এবং তাহাদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনকল্পে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের নির্দেশাবলী বাস্ড়বায়িত করিবেন।

৯। **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ** সমিতির সদস্য ও সংশি- ষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসহায় গরীবদের চিকিৎসার কার্যক্রম প্রচলন ও ব্যবস্থা গ্রহণ। সদস্যদের মধ্যে সেবামূলক প্রবনতা সৃষ্টিসহ সমাজ সেবা মূলক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন। বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় প্রাক্কালে সমিতির ব্যাপক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০। **আইন, গবেষণা ও মানবাধিকার সম্পাদকঃ** সমিতির পক্ষে ও সমিতির সদস্যদের জন্য আইন বিষয়ক সমস্যায় পরামর্শদান এবং লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে দুঃস্থদের আইনগত সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ। সমিতির স্বার্থে ও আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও নিজস্ব এলাকার পাশাপাশি রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকার উন্নয়ন/রক্ষায় আইনানুগ উদ্যোগ ও কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন।

১১। **মহিলা ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদকঃ** সমিতির মহিলা সদস্য সংগ্রহ চাকুরীজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী, অধ্যায়নরত এলাকার সর্বস্ড়রের প্রবাসী মহিলাদের সংগে সংযোগ স্থাপন ও সমস্যাবলী জ্ঞাত হওয়া এবং প্রয়োজনে সংশিণ্টষ্টদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ ও পরামর্শদান। মহানগরীর মহিলা প্রবাসী সদস্যদের মধ্যে সমিতির আদর্শে উদ্ভুদ্ধ করা তথা একতা, সৌহার্দতা ও পরস্পর আন্ড়রিকতার বন্ধনে একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ। সমিতির সদস্যদের পারিবারিক বিপদগ্রস্থ তথা দুর্যোগে পতিতদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশসহ প্রয়োজনে সহযোগীতার উদ্যোগ, পরামর্শ দান ও সমিতির পক্ষে কাংখিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা।

১২। **যুব ও ছাত্র কল্যাণ সম্পাদকঃ** ঢাকা মহানগরীর প্রবাসী, পটুয়াখালীর যুবক ও অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের সংগে সমিতির সংযোগ স্থাপন ও সমস্যাবলী জ্ঞাত করন এবং সংশিণ্টষ্টদের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দান ও উদ্যোগ গ্রহণ। যুব প্রতিভা বিকাশে ও কর্মসংস্থানে সহায়তামূলক পরামর্শ দান ও কর্মসূচী প্রনয়নসহ প্রকল্প বাস্ড়বায়ন। সমিতির সদস্যদের মধ্যে অনুষ্ঠান মূলক খেলাধুলা ও শরীর চর্চা প্রচলনসহ সমিতি ভবনে খেলাধূলার সরঞ্জাম সংরক্ষন ও প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানের সুষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৩। **সদস্য/সদস্যঃ** সদস্য/সদস্যাবৃন্দ সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নে নিয়োজিত থাকিবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সিদ্ধান্ড়সমূহ বাস্ড়বায়ন করিবেন।

## কর্মকর্তা ও সদস্য/সদস্যা পদ শূন্য ঘোষণা ঁ

ধারা ঃ ১১ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের কোন কর্মকর্তা অথবা সদস্য/সদস্যা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ তাহার সদস্য/সদস্যা পদ বাতিল ঘোষনা করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বোধে তৃতীয় সভায়ই তাহার স্থলে নতুন কর্মকর্তা অথবা সদস্য/সদস্যা কো-অপসন করিয়া লইতে পারিবেন।

**সমিতির আয়**

ধারা ঃ ১২
(ক) সাধারণ সদস্য/সদস্যাগণ হইতে আদায়কৃত চাঁদা।
(খ) এককালীন দান।
(গ) কল্যাণমূলক কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সাহায্য।
(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য।
(ঙ) সমিতির পরিচালিত কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আয়।

**সমিতির তহবিল রক্ষণ**

ধারা ঃ ১৩ সমিতির সমুদয় আয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে জমা থাকিবে। সমিতির কোষাধ্যক্ষ এবং সমিতির সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের যুক্ত স্বাক্ষরে সমিতির পক্ষে ব্যাংকের লেনদেন হইবে।

**বার্ষিক সভা**

ধারা ঃ ১৪ প্রতি বৎসর যথাসম্ভব জানুয়ারী মাসের মধ্যে সমিতির "বার্ষিক সাধারণ সভা" অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। উক্ত সভায় পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিতে হইবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানের পূর্বে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে। সমিতির মোট সদস্যের এক দশমাংশের উপস্থিতিতে সভার "কোরাম" হইবে।

**বিশেষ সাধারণ সভা**

ধারা ঃ ১৫ সভাপতি অথবা সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক বৎসরের যেকোন সময় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন। এই সভা আহবান ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব ৭ (সাত) দিনের নোটিশ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। সমিতির মোট সদস্যের এক - দশমাংশের উপস্থিতি সভার "কোরাম" হইবে।

**অনুরোধক্রমে সভাঃ তলবী সভা**

ধারা ঃ ১৬ অন্যূনঃ একশত সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ পাইলে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথানিয়মে সমিতির সাধারণ সভা আহবান করিতে বাধ্য থাকিবেন। যদি সভাপতি উক্ত সময়ের মধ্যে সভা আহবান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বর্ণিত স্বাক্ষরকারীরাই কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান উলেণ্ঢখ করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সভার আহ্বান করিতে পারিবেন। মোট সদস্যের তিন ভাগের এক ভাগ উপস্থিত না থাকিলে উক্ত সভার সিদ্ধান্ড় কার্যকরী হইবে না।

**কার্যকরী সংসদের সভা**

আরা ঃ ১৭ কার্যকরী সংসদের সভা সাধারণতঃ মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা ছাড়া সভাপতি অথবা সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে কার্যকরী সংসদের সভা আহবান করিতে পারিবেন। কার্যকরী সংসদের মোট সদস্য/সদস্যার এক তৃতীয়াংশ এর উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠানের পক্ষে "কোরাম" হইবে। সভাপতি প্রয়োজন বোধ করিলে এবং তাহার অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার লিখিত নোটিশে জর"রী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

**নির্বাচন**

ধারা ঃ ১৮ প্রতি দুই বৎসর অন্ড়র সমিতির বার্ষিক সভায় প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনের এক মাস পূর্বে নির্বাচনের তারিখ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভার স্থির করা হইবে এবং চেয়ারম্যান সহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র আহ্বান করার দিন পর্যন্ড় যাহার বার্ষিক চাঁদা, ভর্তি ফি ইত্যাদি পরিশোধ করিবেন শুধু সেই সকল সদস্য/সদস্যাই ঘোষিত নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়া ভোট প্রদানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

**নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা**

ধারা ঃ ১৯ নির্বাচন কমিশন সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের "কর্মকর্তা ও সদস্য/সদস্যা" নির্বাচন পরিচালনা করিবেন। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে উপবিধি প্রণয়ন করিবেন। নির্বাচনের পূর্বদিন পর্যন্ড় কার্যকরী পরিষদ বহাল থাকিবে। নির্বাচন এর ফলাফল ঘোষণার সাথে কার্যকরী পরিষদ গঠিত বলে গণ্য হইবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূতন কমিটিকে শপথ পাঠের মাধ্যমে তার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষনা করিবেন। শপথ বিলম্বিত হইলে পূর্ব কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

**আঞ্চলিক শাখা**

ধারা ঃ ২০ আঞ্চলিক শাখা পরিচালনার ক্ষেত্রে পটুয়াখালী জেলা সমিতি, ঢাকা এর কেন্দ্রীয় সমিতির অত্র গঠনতন্ত্র মোতাবেক আঞ্চলিক শাখার কার্যকরী সংসদ থাকিবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ সমিতির স্বার্থে কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়া সমিতির যে কোন আঞ্চলিক শাখার কার্যকরী সংসদ বাতিল ঘোষণা করিয়া সাময়কিভাবে এড্হক কমিটি গঠন করিয়া দু'মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ক) ঢাকাস্থ পটুয়াখালী জেলার প্রত্যেক ভৌগলিক থানার প্রবাসীদের সমন্বয়ে অত্র জেলা সমিতির গঠনতন্ত্র অনুকরণ ও অনুমোদনক্রমে প্রবাসী থানা সমিতি বা উপজেলা সমিতি গঠন করিতে পারিবে। উক্ত উপজেলা বা থানা সমিতি "অত্র কেন্দ্রীয় প্রবাসী জেলা সমিতির আঞ্চলিক শাখা হিসাবে গণ্য হইবে এবং পরস্পর সর্বরকম সহযোগিতা প্রদান করিবে। অনুমোদনকৃত উক্ত প্রবাসী থানা বা উপজেলা সমিতি কিংবা যেকোন আঞ্চলিক সমিতি সমূহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় "পদাধিকার বলে সদস্য" গন্য মতে সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

**সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন**

ধারা ঃ ২১ সমিতির সর্ব রকম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্র গঠনতন্ত্রই একমাত্র আইন সংগত নির্দেশক বিবেচিত হইবে। ভবিষ্যতের বিশেষ প্রয়োজন তথা সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে অত্র গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা চলিবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা ক্ষা বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যদের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে গঠিত "গঠনতন্ত্র সংশোধন সাব-কমিটি" গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরির্তন ও পরিবর্ধন প্রস্ড়াব আনয়ন করিবেন যা উক্ত সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হইতে হইবে।